ভাঙ্গা চশমা

–সাধন সরকার

ঃ চরিত্র লিপি ঃ

- লেখকদা
- সুন্দর
- বক্তা
- মাষ্টার
- সভাপতি
- সাগর ভাই
- পথিক
- ভজরাম
- সাধারণ কণ্ঠ (১ম ও ২য়)
- পাগলী
- বাঁধন
- রমরাজ
- খদ্দের (১ম ও ২য়)
- রঙ্গপ্রিয়
- সুরপতি
- ভাবুক
- যুবনেতা
- মাষ্টার মশায়
- বাহন
- অ. আ. ক. খ. জোয়ার্দ্দার
- পাগলীর স্বামী
- ঘোষক
- দর্শক (১ম ও ২য়)

[পাশাপাশি দু'টো দোকান, একটি মেলুন, অপরটি হারমোনিয়াম মেরামতের। একটু পাশে একটি পানের দোকান। সময় শীতকালীন বৈকাল, সামনে রাস্তা আর পেছনে একটি পার্ক; সেখানে সভা হচ্ছে। পর্দা উঠলে দেখা যাবে মেলুনে একটি লোক দাঁড়ি কামাচ্ছে। পাশে হারমোনিয়াম মেরামতের দোকানে হারমোনিয়াম টিউন হচ্ছে। পানের দোকানদার শুধুমাত্র চুন খয়ের দিয়ে পানের খিলি বানিয়ে বানিয়ে রাখছে। দোকানগুলো এলোমেলো, মেলুনে কিছু পুরোনো আমলের, পানের দোকানটা ছোট হলেও বেশ সাজানো গোছানো। ওদিকে দৃশ্যের অন্তরালে সভার আয়োজন প্রায় শেষ, মাইক ঠিকঠাক করার আওয়াজ কানে আসছে। সভার স্থান দর্শকদের অগোচরে থাকবে। ঠিক এই সময় একটি যুবক প্রবেশ করবে, হাতে ফাইল, চোখে চশমা, গায়ে পুরোনো আধময়লা পাঞ্জাবী, পায়ে রাবারের চপ্পল।]

যুবক (লেখকদা) ঃ এই রসরাজ, দে একটা পান দে।

রসরাজ ঃ [পান দিতে দিতে] পান ত' দিচ্ছি– কত হলো জানত'?

যুবক (লেখকদা) ঃ কেন? খাতায় লিখে রাখিস না? লিখে যা– লিখে যা–।

[পান দিয়ে, খাতা বের করে, মুখের থুতু লাগিয়ে, পৃষ্ঠা খুঁজতে খুঁজতে জায়গাটা বের করে মেলে ধরে রসরাজ বলবে–]

রসরাজ ঃ আর এতে লিখবো কোথায়? জায়গা আছে?

যুবক (লেখকদা) ঃ [পানটা বেশ আয়েশ করে মুখে পুরে, বোটায় লাগানো চুন দাঁত দিয়ে কেটে নিয়ে, একটু এগিয়ে এসে পিক ফেলে বলবে–] এতেই তুই ধৈর্য হারিয়ে ফেল্‌লি? আমরা যখন স্কুলে পড়তাম, বুঝলি? তখন খাতায় পেনসিল দিয়ে লিখতাম, তারপর চালাতাম নীল কালি, তারপর কি করতাম জানিস? ওর ওপর দিয়ে লাল কালিতে লিখে তবে খাতা ছাড়তাম। আর তুই এক কালি দিয়ে লিখে প্যানর প্যানর আরম্ভ করেছিস? ভয় নেই এখন লিখে যা, সুদে আসলে সবই দিয়ে দেবো, শুধু একটা চান্স– সম্পাদকের চান্সটা পেলেই আর ভাবনা নেই।

(ঘোষনা) [ওদিকে সভার আয়োজন কানে আসবে] 'ভাইসব আমাদের সভার কাজ এখুনি আরম্ভ হবে। আপনারা যাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন বসে পড়ুন'।

যুবক (লেখকদা) ঃ দে– দে– একটা সিগারেট দে তাড়াতাড়ি। মিটিংটা আবার ফসকে না যায়।

রসরাজ ঃ [প্যাকেট খুলে একটা সিগারেট দিতে দিতে] ও আরম্ভ হওয়ার দেরী আছে, এই নিয়ে তিনবার হলো।

লেখকদা ঃ [সিগারেটটা ধরিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে সেলুনে ঢুকতে ঢুকতে–] এই সুন্দর, এই ভাঙ্গা বেঞ্চটা সরাতে পারলিনে? তোর কিস্‌ছু হবে না। [সর্ন্তপণে বসতে বসতে–] ভেঙ্গে না যায় আবার।

[সেলুনের মালিক সুন্দর, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে খদ্দেরের গালের মসৃনতা দেখে নিয়ে বলবে–]

সুন্দর ঃ তুমি ঐ চেয়ারটায় বোস না। বলা যায় না।

লেখকদা ঃ ওদের এত দেরী হচ্ছে কেন?

সুন্দর ঃ [তোয়ালে দিয়ে গাল মুছতে মুছতে–] এখনই এসে পড়বে, হাজরেতে ওদের কামাই নেই।

[হারমোনিয়াম টিউন করার সুর শোনা যাবে, খদ্দের আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মুখ দেখে এক টাকার নোট বের করে বলবে–]

খদ্দের (১ম) ঃ এই– যে–

সুন্দর ঃ খুচরো বোধ হয় হবে না, [বাক্স খুলে দেখে নিয়ে] নাঃ ভাংটি নেই।

খদ্দের (১ম) ঃ ঐ পানের দোকান থেকে একটা সিগারেট কিনে ভাঙ্গানো যায় কিনা, দেখনা।

সুন্দর ঃ এই রসরাজ, একটা সিগারেট নিলে নোট্‌টা ভাঙ্গাতে পারবি?

রসরাজ ঃ ক' টাকার নোট?

সুন্দর ঃ এক টাকার।

রসরাজ ঃ ক্যাপষ্টান নিলে হতে পারে।

[সুন্দর খদ্দেরের দিকে তাকাবে। খদ্দের ঘাড় নেড়ে ক্যাপষ্টান সিগারেট নিতে বলবে]

সুন্দর ঃ দে ক্যাপষ্টানই দে।

[রসরাজ একটা সিগারেট ও ভাংটি পয়সা ফেরত দেবে। সুন্দর তার থেকে নিজের পাওনা রেখে বাকি পয়সা খদ্দেরকে দিয়ে বলবে–]

সুন্দর ঃ এই নিন।

[খদ্দের পয়সা পকেটে পুরে, জামার কলারটা একটু ঝাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যাবে– হারমোনিয়ামের টিউনিং তখনও চলছে]

লেখকদা ঃ [বিরক্তিতে] আরে সুরপতি তুই একটু থামাতো বাপু। তোর ঐ পোঁ পোঁ শুনতে এলাম নাকি এখানে, আর সময় পেলিনে টিউন করার। এখন একটু বন্ধ রাখ, মিটিংটা শুনতে দে।

[হারমোনিয়ামের সুর বন্ধ হয়ে যাবে, মিটিং এর কণ্ঠস্বর কানে আসবে]

বক্তা ঃ শ্রদ্ধেয় সভাপতি, উপস্থিত স্বাধীন বাংলার জন সাধারণ এবং আমার মা বোনেরা–

লেখকদা ঃ কে বলছে নামটা লিখতে পারলাম না।

সুন্দর ঃ পরে যখন বলবে তখন লিখে নিও, এখন শুনে যাও।

বক্তৃতা ঃ দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর, যে স্বাধীনতার সূর্য আমাদের দেশে আজ ভাস্বর, তার জ্যোতি ম্লান হ'য়ে যাক, এমন কার্যকলাপ থেকে কি আমাদের বিরত থাকা উচিত নয়? কিন্তু একদল স্বার্থান্বেষী অভাব অনটনের সুযোগ নিয়ে, আমাদের এই নব প্রতিষ্ঠিত স্বাধীনতাকে বানচাল করতে চাইছে– [গলাটা খাদে নামিয়ে] বুঝি দেশে অভাব, অনটন, দারিদ্রতা এখনও দুর হয়নি। বুঝি এখনও আয়ের সুবন্দোবস্ত সকলের জন্য করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আমরা যে ওয়াদা করেছি, সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে, গণতন্ত্রের মাধ্যমে সোনার বাংলা গড়বো। [মাইকটা এই সময়ে ডিজ অর্ডার হয়ে কুঁই কুঁই শব্দ করতে থাকবে, মাইক অপারেটার মাইকটা ঠিক করতে থাকলে প্রচন্ড হামিং এর আওয়াজ ভেসে আসবে। আবার তৎক্ষণাৎ কমে যাবে। হামিং এর কমা-বাড়া এবং সংগে সংগে কুঁই কুঁই শব্দ, কখনও ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর- ইত্যাদি বলা চলতে থাকবে। ঠিক এ সময়ে আড্ডার আর এক বন্ধু রঙ্গপ্রিয় কথা বলতে বলতে সেলুনে ঢুকবে–]

রঙ্গপ্রিয় ঃ আজকাল অ-মাইক মিটিং করাই ভাল। [লেখকদার দিকে তাকিয়ে] তুমি এসেই কটকে কটকে লেখা শুরু করে দিয়েছ। ভালো– এ নিষ্ঠার মূল্য কি তোমার ঐ খবরের কাগজ দিতে পারবে?

লেখকদা ঃ আরে বোস্ বোস্, আর সব কই?

রঙ্গপ্রিয় ঃ আসবে এখুনি [বাইরে তাকিয়ে] ওই তো মাষ্টার এসে গেছে। [বেঞ্চটায় বসতে গেলে]

লেখকদা ঃ দেখিস্– সেই বেঞ্চটা– আস্তে বসিস্–

রঙ্গপ্রিয় ঃ সুন্দরের আক্কেলটা কি? এখনও এটাকে সারাতে পারলিনে, দুটো পেরেক পিটিয়ে দিলেইত' হয়।

মাষ্টার ঃ কতক্ষণ?

রঙ্গপ্রিয় ঃ আমিত' এই সবে এলাম।

মাষ্টার ঃ পড়িয়ে আসতে একটু দেরী হয়ে গেল।

রঙ্গপ্রিয় ঃ হাতে একটা ঘড়ি বেঁধেছিস, ঠিক সময়ে আসতে পারিস্নে?

মাষ্টার ঃ ঘড়ি না থাকলে আজকাল কেউ মাষ্টার রাখে নাকি?

রঙ্গপ্রিয় ঃ [মাষ্টারের হাতটা টেনে নিয়ে] দেখি কটা বাজে? আরে! [মুখটা বিস্ময়ে হা' হয়ে যাবে]

মাষ্টার ঃ [শুকনো মুখে] মাইরী চেপে যা'। এটা ইজ্জতের প্রশ্ন, ঘড়িটা টয় ঘড়ি। আন্দাজ মত ঘন্টা খানেক পড়িয়ে, গোপনে কাঁটা ঘুরিয়ে ঘড়িটা দেখতে থাকি বার বার, ওরা অতটা খেয়াল করে না, ভাবে মাষ্টার মশায়ের যাওয়ার সময় হয়েছে। তাই সময়ের ঠিক থাকে নারে। [এখানে সব রকম শব্দ স্থগিত]

সুন্দর ঃ আচ্ছা লেখকদা, এইত' সবাই প্রায় এসে গেছো। আমার দোকানের বাংলা একটা নাম দিতে বল্লাম, তা করে দিলে না। দেখছ না সবাই ইংরাজী নাম তুলে ফেলে কেমন সব সুন্দর সুন্দর বাংলা নাম রাখছে। আমার সেই পুরোনো নামটাই রয়ে গেল। সুন্দর হেয়ার কাটিং সেলুন। [এখানে মাঝে মাঝে হারমোনিয়াম টিউনিং এর শব্দ]

লেখকদা ঃ আরে দেবো, দেবো, ভাবুকটা আসুক। সবাই মিলে ভেবে চিন্তেত' দিতে হবে। হুট করে দিলেইত' আর হ'ল না।

রঙ্গপ্রিয় ঃ [গলা বাড়িয়ে হারমোনিয়ামের দোকানের প্রতি তাকিয়ে–] এই যে সুরপতি? এখন বাজাচ্ছ বাজাও, মিটিং শুরু হলে কিন্তু– বুঝেছ?

সুরপতি ঃ [হারমোনিয়ামের টিউনিং বন্ধ রেখে] ঠিক আছে, ঠিক আছে– আরম্ভ হোক– আর বল্তে হবে না– [ইতিমধ্যে মাইক ঠিক করা হয়েছে। মাইকে দু'একবার ফুঁদিয়ে বক্তা আবার বক্তৃতা শুরু করবে–]

বক্তৃতা ঃ হ্যাঁ, যা বলছিলাম। সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মরিপেক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদ, এই চারটি স্তম্ভের ওপর আমাদের আদর্শ রচিত। এর পূর্ণ বিকাশের জন্য চাই জন সাধারনের সহযোগিতা। আমি এ বিশ্বাস রাখি, একবার যাকে আপনারা ভোট দিয়ে বিজয়ী করেছিলেন, সেই দলই আপনাদের এনে দিয়েছে স্বাধীনতা– খন্ড নয়, পূর্ণ স্বাধীনতা। আমাদের নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির ফলে, আমাদের বন্ধু রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতায় জাতিসংঘে আমাদের প্রবেশ কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না, পাকিস্তানও স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হবে। [হাত তালির শব্দ] সেদিনও বেশী দুরে নয়, যে দিন বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে আত্ম মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। [এমন সময় একটা লোক বক্তার কানে কানে কিছু বলার শব্দ ভেসে আসবে, বক্তা বক্তৃতা থামিয়ে বলবে– আচ্ছা আচ্ছা– ঠিক আছে বলছি] বন্ধুরা আমি আর বেশী কিছু বলতে চাইনে– এখন মাগরেবের সময় হয়েছে, মাগরেব বাদ আবার সভার কাজ শুরু হবে। বিভিন্ন বক্তারা আছেন তাঁদের মূল্যবান কথা আপনারা শুনতে পাবেন। আমি এ পর্যন্ত বলেই আমার কথা শেষ করছি। জয় বাংলা।

সভাপতি ঃ সভার কাজ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ থাকছে। মাগরেব বাদ আবার আমাদের সভার কাজ শুরু হবে। [সভার কাজ সাময়িক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কিছু গুঞ্জন, লোকজনের বাইরে বেরিয়ে আসার শব্দ এবং কিছু লোক ষ্টেজের ভেতর দিয়ে এ উইংস থেকে অন্য উইংসের দিকে চলে যাবে। সেলুনে বসে থাকা যুবকদের কথাবার্তা আরম্ভ হবে।]

সুন্দর ঃ এইবার একটা বাংলা নাম ঠিক করনা লেখকদা, তুমিত কত গল্পটল্প লেখ, কবিতা পড়–

রঙ্গপ্রিয় ঃ দাঁড়া এক্ষুনি ঠিক করে দিচ্ছি। হেয়ার কাটিং সেলুনত'? আচ্ছা [একটু চিন্তা করার ভান করবে। ঠিক সেই সময়ে ভাবুক এক খন্ড কাগজে কি একটা লেখা বিড়ু বিড়ু করে পড়তে পড়তে সেলুনে ঢুকবে।]

লেখকদা ঃ আরে ভাবুক, সভারত' একসিন হ'য়ে গেলো, আর তুই এখন এলি?

ভাবুক ঃ [গম্ভীরভাবে] বুঝলে, হঠাৎ বিকেলের দিকে– না, এমন একটা ভাব এসে গেলো, পট্ পট্ করে লিখে ফেললাম চার লাইন। তারপর কত চেষ্টা করলাম কিছুতেই আর এগোচ্ছে না, তাই একটু দেরী হয়ে গেল। [বেঞ্চে বসতে বসতে] এটা এখনও সারাতে পারলিনে সুন্দর। ভব নদী পার না হয়ে যাই আবার? [দেশলাই দিয়ে সিগারেট ধরাবে]

মাষ্টার ঃ দেখি কি লিখেছিস্– [কাগজটা টেনে নিয়ে পড়তে থাকবে আবৃত্তির ভঙ্গীতে]

"ঝড় কি শুধু প্রলয় আনে
ভাঙ্গে দরিদ্রের ঘর,
মৃত্যু দিয়ে স্বদেশ গড়ি
তবু হয়ে যায় পর।"

না, মন্দ হয়নি। ভাবটা ভালোই– তবে মাত্রাবৃত্ত ছন্দতে একটু–।

রঙ্গপ্রিয় ঃ এইত' হাফ কবি হয়ে গেছিস্, আর গোটা আষ্টেক লাইন লিখতে পারলেই কেল্লা ফতে হ'য়ে যেত। ফুল কবি হ'য়ে যেতিস্।

সুন্দর ঃ এবারত' তোমরা সকলেই আছ, বাংলা নাম একটা বের কর না।

রঙ্গপ্রিয় ঃ আচ্ছা– আচ্ছা, এক্ষুনি দিচ্ছি, এই দেখ, হেয়ারের বাংলা হলো চুল। এই মাষ্টার চুলের কিছু ভাল বাংলা শব্দ বল্তো?

মাষ্টার ঃ চুল? [একটু চিন্তা করে] কুন্তল, কেশ, চিকুর , অলক আরতো ঠিক মনে পড়ছে না।

রঙ্গপ্রিয় ঃ ব্যস্ ব্যস্ ওতেই হবে। তা'হলে দাঁড়াচ্ছে 'অলক'– কাটিং আবার কি করি? ও লেখকদা–। লেখকদা এতক্ষণ খাতা লেখায় ব্যস্ত ছিল, ডাক শুনে মুখ তুলবে]

লেখকদা ঃ কেন হল কি?

রঙ্গপ্রিয় ঃ আমরা কাটিং এ ঠেকে গেছি।

লেখকদা ঃ কাটিং? কর্তন করে দাও।

ভাবুক ঃ কি? হেয়ার কাটিং সেলুনের বাংলা হচ্ছে নাকি? হ্যাঁ, বাংলা প্রীতি যে রকম দেখা যাচ্ছে চারিদিক।

রঙ্গপ্রিয় ঃ তা' হলে দাঁড়ালো অলক কর্তন সেলুন।

মাষ্টার ঃ 'সেলুন' ত' ইংরেজী কথা, ওটারওত' বাংলা করতে হবে।

রঙ্গপ্রিয় ঃ দুর! ওর বাংলা হয় না। সুন্দর ঘর, আরামপ্রদ কক্ষ– এর সঙ্গে চুল কাটার ব্যাপারটা যোগ করলে বিশ্রী শোনাবে না? কিরে ভাবুক চুপ করে রইলি কেন? কিছু বলবিত'?

ভাবুক ঃ সেলুনের বাংলা না করে, একটু অনুপ্রাস মিশিয়ে, অলক বাদ দিয়ে কুন্তল করে দে–

মাষ্টার ঃ তা' হলে গোটাটা দাঁড়াচ্ছে– 'কুন্তল কর্তন সেলুন'?

রঙ্গপ্রিয় ঃ উহুঁ– ও ভাবে পড়লেত' হবে না, একটু রাবীন্দ্রিক ঢং এ পড়তে হবে। একটু 'অ' কার মিশিয়ে [পড়ে শোনাবে] কুন্তল(অ) কর্তণ(অ) সেলুন(অ)।

লেখকদা ঃ সাবাস্– নাম হবে না মানে? এইত' নাম হয়ে গেল। তা' এই নামকরণের জন্য কিছু খাওয়াবেনা সুন্দর।

সুন্দর ঃ বেশ, চা আনাই–

[এমন সময় হারমোনিয়ামের দোকানে একটি তরুণ– পরণে বেলবট্ম পাজামা, ফুল হাওয়াই সার্ট, চুল লম্বা লম্বা, গালে কুলপি, এসে একটা হারমোনিয়াম ধরে টানাটানি করবে। দোকানের মালিক সুরপতির সংগে উচ্চগ্রামে কিছু কথাবার্তা, প্রায় ঝগড়ার মত। দু'একটা কথা ছিটকে ছিটকে আসবে তাই শোনা যাবে]

(তরুণ) আপনি অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? [সুরপতি মিন মিন করে কি বলবে বোঝা যাবে না] আরে না না, এখনি আবার দিয়ে যাবো। [প্রায় জোর করেই হারমোনিয়ামটা নিয়ে তরুণ প্রস্থান করবে। সুরপতি সেলুনে বসে থাকা যুবক দলটিকে এসে বলবে–]

সুরপতি ঃ আমার যে সব্বোনাশ হয়ে গেল?

রঙ্গপ্রিয় ঃ সে কি? তোমার আবার কি সব্বোনাশ হলো সুরপতি?

সুরপতি ঃ [মুখস্ত বলার মত করে] আমার দোকান থেকে একটা ছেলে, কুলপি, বড় বড় চুল, বেলবট্ম না কি রকম প্যান্ট আজকাল সব পরে? জোর করেই হারমোনিয়ামটা নিয়ে গেল, মিটিং এ নাকি তার গান করতে হবে।

ভাবুক ঃ তাতে কি এমন সব্বোনাশ হয়েছে। সংগীত? আহা ওতো সগ্যের জিনিস। বিনে পয়সায় শুনতে পারি এত' আনন্দের কথারে।

সুরপতি ঃ যাও– সব সময় ফাজলামি ভাল লাগে না। [লেখকদার দিকে] ও লেখকদা একটা বুদ্ধিশুদ্ধি বাতলে দাও। পরের হারমোনিয়ামটা, যদি আর না দেয়।

লেখকদা ঃ [চুপ চাপ সিগারেট টানছিল, একগাল ধোঁয়া ছেড়ে] হ্যাঁ, সন্দেহের ব্যাপরত' বটেই– ওরাত' এখন রাজার চালে চলে। মতলব বোঝা মুশকিল।

সুরপতি ঃ তা' হলেই বোঝ- চেনা নেই, জানা হৈন, কিচ্ছুনা; কি করি এখন? যদি না দেয়।

লেখকদা ঃ তুই এক কাজ কর, এক প্যাকেট ক্যাপষ্টান কিনে নিয়ে ডায়াসের ফেছনে দাঁড়িয়ে থাকগে, বুঝলি? যেই গানটা শেষ হবে, অমনি দেখা করে বিনয়ে গলে গিয়ে, গদ্ গদ্ ভাবে বলবি, এমন অদ্ভূত গান কোন দিনও তুই শুনিস নি। অপূর্ব হয়েছে বলে সিগারেট প্যাকেটটা দিবি– তারপর হারমোনিয়ামটা নিয়ে চলে আসবি। মানে তোয়াজটা যেন খুব ভাল হয়– অভিনয়ের সংগে। ব্যবসাদার মানুষ, ও বুদ্ধিটাও একটু খাটাস্।

সুরপতি ঃ তাই যাই– [সেলুন থেকে বের হয়ে পানের দোকানের দিকে আস্তে আস্তে] –ও রসরাজ, দেখি এক প্যাকেট ক্যাপষ্টান।

রসরাজ ঃ নগদ দিতে হবে কিন্তু, ক্যাপষ্টান বাকী দেওয়া যাবে না।

সুরপতি ঃ আরে না না, বাকী নেবো না, এই নে পয়সা। [পয়সা দিয়ে প্যাকেট নিয়ে প্রস্থান]

[মাইকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসবে–]

(ঘোষনা) ভাই সব, মাগরেব শেষ হয়েছে, এইবার মিটিং এর কাজ পুনরায় আরম্ভ হচ্ছে। আপনারা যাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন বসে পড়ুন। এবার আপনাদের সামনে একটি যুদ্ধের গান পরিবেশন করছেন, এ অঞ্চলের সাহসী মুক্তিযোদ্ধা সাগর ভাই। [হারমোনিয়ামে গান শুরু হবে]

খটা খটা খটা খটা খট্টাস
কর্ র্ র্ র্ কটা কটা ব্যুম
ভয় নাই মা তোর আমরা যে জাগ্রত
ভেঙ্গেছে খোয়াবির ঘুম ॥
হাস্স চুপ কর শুয়ে পড় শিঘ্ ঘ্রির
এল. এম. জি. করে রাখ ঠিক।
হাত বোমা রেডি কর এক্ দুই তিন চার
শক্তিটা আমাদের ওরা বুঝে নিক ॥
তোর অপমান মা সইবনা সইবনা
তাজা প্রাণ কোরবান দেবো ঢেলে রক্ত,
দামাল ছেলের দল নেমেছি যুদ্ধে
প্রতিরোধ তুলবোই শক্ত ॥
সাবাস্ ভাই সব ওই ভোর দেখা যায়
সূর্য জেগেছে লাল পূবদিক
ফরোয়ার্ড মার্চ কর এক্ দুই তিন চার–
মুক্ত সেনানী মোরা চলো নির্ভীক ॥

[গান শেষে হাততালির শব্দ। শব্দ কমে এলে মাইকে সভাপতির ঘোষনা শোনা যাবে]

সভাপতি ঃ এবার আপনাদের সামনে স্থানীয় যুবনেতা কিছু বলবেন।

যুবনেতা ঃ [গলা খাকারি দিয়ে, গলার স্বরে কৃত্রিম মোটাত্ব এনে] শ্রদ্ধেয় সভাপতি, উপস্থিত স্বাধীন বাংলার জনগণ, আমার পূর্ববর্তী বক্তা যা' বলে গেলেন, তার প্রত্যেকটি মূল্যবান কথা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন; আমার আর বেশী কিছু বলবার নেই, আমি শুধু বল্তে চাই– স্বাধীন বাংলা সৃষ্টি করতে যেমন আমরা বুকের রক্ত ঢেলেছি। তা' রক্ষা যে কি করে করতে হয়, তাও আমাদের জানা আছে। সুতরাং [একটু চিৎকার করে] যারা এই রাষ্ট্রকে, অঙ্কুরে গলা টিপে হত্যার জন্য গোপন পথের সন্ধান করে ফিরছে, তাদের আমি হুঁশিয়ার করে দিতে চাই। জোর গলায় বল্তে চাই– বাংলার জাগ্রত তরুণ এখনও মরেনি। প্রয়োজন হয়, আরো রক্ত দেবো– তবু বাংলার মাটি শত্রুমুক্ত করে ছাড়বো– ইনশাল্লা। [এই সময় ভীড়ের ভেতর চাঞ্চল্য দেখা দেবে। দৌড়াদৌড়ি, হুড়োহুড়ি, একটা হুলুস্থুল কান্ড বেঁধে যাবে। দোকানের

ঝাঁপগুলো দমাদম বন্ধ হয়ে যাবে। ষ্টেজ ফাঁকা, দোকান বন্ধ, দু' একজন লোক ছুটে পালাবে। মাইকে তারস্বরে ঘোষনা ভেসে আসবে–]

"আপনারা ব্যস্ত হবেন না, যে যার জায়গায় বসে পড়ুন। আমরা কোন অবস্থাতেই বিভ্রান্ত হব না, কি হয়েছে না হয়েছে আমাদের লোক ঘটনা তদারক করতে গেছে। ভয় নেই বসুন, বসুন– সব রকম অবস্থা মোকাবিলা করতে আমরা প্রস্তুত, প্রচুর পুলিশ প্লেন ড্রেসে আছে, আপনাদের কোন ভয় নেই। আপনারা শান্ত হোন। ছুটোছুটি করবেন না, সভা ঠিকই চলবে–"

[রাস্তায় দৌড়াদৌড়ি এখন একটু কম, দু' একজন লোক ছুটে ছুটে যাচ্ছে।– রসরাজ পানের দোকানের সামনে ঝাঁপ বন্ধ করে পাশে জানালার মত পাল্লাটা খুলে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। সেলুনের বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে বলবে–]

রসরাজ ঃ এই সুন্দর দা, তোরা দোকান বন্ধ করলি কেন? [বন্ধ সেলুনের ভেতর থেকেই সুন্দরের জবাব আসবে]

সুন্দর ঃ আরে ঝামেলায় কজ কি?

রসরাজ ঃ চুলকাটার দোকানে, আর কি লুট হবে?

সুন্দর ঃ আরে লুট না হোক, ভিড় ঠেকাবে কে?

লেখকদা ঃ কিছু বুঝতে পারলি রসরাজ?

রসরাজ ঃ কিছু তো দেখছিনে, দেখি একটা লোক আসছে এদিকে, শুনে দেখি। [একটা লোক হাস্‌তে হাস্‌তে চলে যাচ্ছিল, রসরাজ তাকে ডেকে]– এই যে দাদা– শুনুন, শুনুন, কি? হয়েছে কি? লোকজন এত দৌড়াচ্ছে কেন?

পথিক ঃ লোক দৌড়াচ্ছে ভয়ে। হয়নি কিছুই। ভিড়ের চাপে টিনের ছাদটা ভেঙ্গে পড়েছে। সেই শব্দ শুনেই–

রসরাজ ঃ চাপাটাপা পড়েছে নাকি কেউ?

পথিক ঃ না চাপা পড়েনি কেউ। [প্রস্থান]

[অশান্ত ভাবটা এখন আর নেই, লোকজন কিছুটা শান্ত; সভা শোনার জন্য যে যার জায়গায় ফিরে আসছে]

রসরাজ ঃ এই সুন্দরদা, আরে খোল খোল, দোকান খোল। কিছু হয়নি।

[সব দোকানের ঝাঁপ আবার খুলবে, রসরাজ তার দোকানদারীতে একদম মশগুল হয়ে যাবে এবং পূর্বের বক্তৃতা আবার শুরু হবে]

বক্তৃতা ঃ ভাইসব, মিটিং পন্ড করার এই যে অপকৌশল, এ করে কি আজকের এই স্বাধীন বাংলার জাগ্রত জনতাকে ঠেকানো যাবে? না তাঁদের ধোকা দেয়া যাবে? আমার একান্ত অনুরোধ, আপনারা কোনরকম প্ররোচনায় ভুলবেন না, আপনাদের সঠিক রায় যেমন স্বাধীনতা এনে দিয়েছে, তেমনি আগামী নির্বাচনে আপনাদের নির্ভুল মনোনয়ন– সুখ ও সমৃদ্ধির পথ সুগম করবে, এ বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। আমি এই পর্যন্ত বলে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি– জয়বাংলা।

[মাইক নাড়াচাড়ার শব্দ, ঘোষক বেশ টেনে টেনে এবং থেমে থেমে বক্তার বিশেষন সহ নাম বলতে থাকবে–]

(ঘোষনা) ভাইসব, এবার আপনাদের সামনে বক্তৃতা করবেন– সুসাহিত্যিক, বাগ্মী, খুলনা তথা স্বাধীন বাংলার সুসন্তান, মজলুম জন দরদী নেতা অ. আ. ক. খ. জোয়ার্দ্দার।

[ঠিক এই সময়ে অন্ধ একটি লোক, একটি ছেলের হাত ধরে এসে হারমোনিয়ামের দোকানে বসবে এবং জিজ্ঞাসা করবে–]

লোকটি (মাষ্টার মশায়) ঃ – কই, – সুরপতি আছ নাকি? [হারমোনিয়ামের দোকানের কর্মচারী 'ভজরাম' এর উত্তর–]

ভজরাম ঃ উনিত' একটু বাইরে গেছেন। আপনি বসুন মাষ্টার মশায়, এখুনি এসে যাবেন।

মাষ্টার মশায় ঃ আমার বেহালাটা কি সারানো হয়েছে?

ভজরাম ঃ হ্যাঁ, ওতো কালকেই করা হয়ে গেছে।

মাষ্টার মশায় ঃ কই দেখি। একটু বাজিয়ে দেখি কেমন হলো।

[টানানো বেহালাটা পেড়ে এনে মাস্টার মশায়ের হাতে দিয়ে ভজরাম বলবে–]

ভজরাম ঃ এই নিন দেখুন।

[মাষ্টার মশায় এক মনে বেহালা বাজাতে থাকবেন। ওদিকে বক্তৃতার কথা ভেসে আসতে থাকবে]

বক্তৃতা ঃ শ্রদ্ধেয় সভাপতি এবং মুক্ত দেশের মুক্ত প্রাণ, নতুন অভ্যুদয়ের সূর্যস্নাত আদম সন্তান আমার ভায়েরা–

[একটু বিরতি এবং সেই ফাঁকে সেলুনের কথা]

রঙ্গপ্রিয় ঃ বেড়ে বাজাচ্ছে রে–।

বক্তৃতা ঃ আজ সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে মনে পড়ে সেই পুরোনো দিনের কথা। আমরা সেদিন অমর্ষ প্রদর্শন করিনি–

[একটু বিরতি এবং সেই ফাঁকে সেলুনের কথা]

মাষ্টার ঃ সুরটা বড় করুন, কে বাজাচ্ছে রে–?

বক্তৃতা ঃ প্রচলিত পথ ধরেই– শান্ত পদক্ষেপে, সংখ্যা গরিষ্ঠতার গৌরব শিরোধার্য করে, প্রধান মন্ত্রীত্বের পদ কাংখিত ছিল। কিন্তু অনেক অস্বীকার পরও আমাদের ন্যায্য পাওনাও হলো অপগত। বোঝা গেল আজ আর আমরা এক জাতি নই। পশ্চিমাদের দ্বারা অভিগ্রস্থ হয়ে আছি। আমাদের ঋদ্ধি, আমাদের বাঙালী জাতীয়তাবাদ তাদের কাম্য নয়।

[আবার একটু বিরতি, সেই ফাঁকে হারমোনিয়ামের দোকানের কথা–]

ভজরাম ঃ মাষ্টার মশায়– একটু চা আনাই?

মাষ্টার মশায় ঃ আনাও, কিন্তু চা খেলে আবার পান লাগবেত'।

ভজরাম ঃ ঠিক আছে, সবই আনা যাবে। [একটা টিনের মগ ও কিছু পয়সা, মাষ্টার মশায়ের সাথে আসা ছেলেটি 'বাহন' বলে পরিচিত তাকে দেবে]

বক্তৃতা ঃ সুতরাং আমাদের সামনে তখন একটি মাত্র পথই খোলা, সেটা যুদ্ধের। আর কোন আপোষ নয়, এবার যুদ্ধ। আমাদের কৃতধী প্রিয় নেতার সেই ঐতিহাসিক তেজস্বী বক্তৃতা নিশ্চয়ই স্মরণ আছে আপনাদের। আমরা সকলেই যখন কৃত নিশ্চয় হয়েছি, আমাদের হাতে যার যা' আছে সব আয়ূধ হ'য়ে উঠুক। ক্লিস্যমান জাতির পক্ষে এ ছিল একটা চ্যালেঞ্জ।

[বেহালার বাজনা চলতে থাকবে। বক্তৃতায় একটু বিরতি, সেই ফাঁকে সেলুনের কথা–]

সুন্দর ঃ আমাদের মাষ্টার মশায়ের হাত মনে হচ্ছে।

ভাবুক ঃ হ্যাঁ, মাষ্টার মশায়, আমি দেখলাম ত'। কি রাগিনী, ভারী করুন।

রঙ্গপ্রিয় ঃ চুপ কর, বাজাচ্ছে শুনে যা', পওে শুনে নিলেই হবে।

লেখকদা ঃ এই আবার তোরা আরম্ভ করেছিস? বক্তৃতা লিখতে কত অসুবিধা হয় বুঝিস্।

[সকলে চুপ করবে, বেহালা চলতে থাকবে]

বক্তৃতা ঃ সে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা আমরা করেছি। হাজার হাজার তরুণ শহীদ হয়েছে, মা বোনের ইজ্জত লুণ্ঠিত হয়েছে, বধু স্বামীহারা, মাতা পুত্রহারা, নর করোটিতে পথ প্রান্তর ছেঁয়ে যাওয়া সে দৃশ্যের আজ অবসান। আমরা জয়ী।

[একটু বিরতি, সেই ফাঁকে হারমোনিয়ামের দোকানের কথা–]

বাহন ঃ [চা'র মগটা দিয়ে] –এই যে চা।

ভজরাম ঃ [চা'র মগটা হাতে নিয়ে–] –আর এ রসরাজের দোকান থেকে দু'খিলি পান, মাষ্টার মশায়– খয়ের খানতো?

মাষ্টার মশায় ঃ না, খয়ের বাদ, পাতি জর্দ্দা আনিস্।

বক্তৃতা ঃ এই জয়ের জন্য পার্টিগতভাবে আমাদের এবং জনগণের তথা কৃষক, শ্রমিক, মজুর, মধ্যবিত্ত– আপামর সমস্ত জনসাধারণের জাড্য পরিত্যক্ত-সক্রিয় সহযোগিতা অকুণ্ঠ সমর্থন প্রয়োজন ছিল। তা' আমরা পেয়েছি বলেই তামিস্র নিশি শেষে বিদ্রুপ ক্ষেমঙ্কর এই প্রভাত যার নাম– স্বাধীনতা।

[একটু নিরবতা, সেলুনের কথা–]

ভাবুক ঃ এ কি বলছে? তার কিছুইত' বুজতে পারছিনে।

মাষ্টার ঃ তোমার জন্যেত' বলছে না, এ হল উচ্চাংগ বক্তৃতা, শিক্ষিত লোকদের জন্যে।

ভাবুক ঃ মাষ্টার, দেখ খেপিও না। বিদ্যে তোমার থেকে আমার কিছু কম নেই।

মাষ্টার ঃ তোমার-আমার জন্যে এ বক্তৃতা নয়।

রঙ্গপ্রিয় ঃ দূর– ওতে আবার বিদ্যে লাগে নাকি? একটা বাংলা অভিধান নিয়ে, কিছু কঠিন শব্দ মুখস্ত করে যুৎসই লাগিয়ে দিলেই ওরকম সুন্দর ঘন্ট বানানো যায়। ওতে খুব একটা বিদ্যে লাগে না।

লেখকদা ঃ [বিরক্তিতে] আঃ! চুপ করবে? [সকলে চুপ করবে। এমন সময় হারমোনিয়াম নিয়ে সুরপতি ঢুকবে এবং সেলুনের দিকে তাকিয়ে বলবে–]

সুরপতি ঃ খুব বুদ্ধি বাত্‌লে দিয়েছিলে, তা' নাহলে আর পাওয়া যেত না। [মাষ্টার মশায়কে দেখে] আরে! মাষ্টার মশায় এসে গেছেন? চা টা দিয়েছিস ভজরাম?

মাষ্টার মশায় ঃ [বেহালা বন্ধ রেখে] না না ও যত্নের ত্রুটি করেনি। সব খেয়েছি।

[সুরপতি নিজের দোকানে ঢুকে যন্ত্রপাতি ঠিক্‌ঠাক্ করবে এবং হাতের ফেলে রেখে যাওয়া কাজ আরম্ভ করবে]

বক্তৃতা ঃ অতএব এই স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব সকলের। বিধ্বস্ত দেশকে সম্ভাবনাময় করে তোলা, অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষা, দেশের দারিদ্র-বেকারত্ব দূরীকরণ, দুর্নীতি-মুনাফাখোরী লোপ প্রভৃতি কঠিন কাজে এবার আমাদের ব্রতী হ'তে হবে। এ কাজ ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে সমাধানের জন্য সর্বসাধারণের এগিয়ে আস্‌তে হবে। স্থির বিশ্বাস রাখতে হবে– আমাদের দলের কর্ম পদ্ধতির ওপর।

[একটু বিরতী, সেই ফাঁকে সেলুনের কথা–]

রঙ্গপ্রিয় ঃ এগিয়ে আর যাব কোথায়? এই সেলুন পর্যন্তই আমাদের দৌড়।

মাষ্টার ঃ আরে সে কথা বলছে না।

রঙ্গপ্রিয় ঃ ওই হ'ল, এর পরেই ভোটের কথা বলবে তো? আর আমাদের ক্ষমতা ভোট দেয়া পর্যন্তই। [ভাবুক খুটিতে মাথাটা ঠেকিয়ে চোখবুজে ঘুমের ভান করে আছে]

লেখকদা ঃ তোদের বলে বলে আর পারলাম না, কিছুতেই চুপ করে থাকতে পারিস নে?

রঙ্গপ্রিয় ঃ কি যে ছাই লিখছো সেই থেকে। তাও যদি মাসগেলে টাকাটা পেতে ঠিক মতো?

লেখকদা ঃ বাঃ রিপোর্টারের কাজ তো লেখা রে। টাকার কথা চিন্তা করে কি লেখা বন্ধ করা যায়। [উঠে এসে বিক্রয়ে ব্যস্ত রসরাজের দোকানের দিকে মুখ করে–] পাঁচটা সিগারেট দিয়ে যাস্।

বক্তৃতা ঃ ভাই সব, আমরা অসূয়ক নই। তবু আজ এখানে দাঁড়িয়ে বলতে হচ্ছে কিছু কিছু রাজনৈতিক দল দাবীর ওপর দাবীর পাহাড় তুলে, জন সাধারণকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করার অপচেষ্টা করছে। আপনারাই চিন্তা করে দেখুন, দাবী তুল্লেই তা' পূরণ করা সম্ভব কিনা? কি আছে দেশে? বিধ্বস্ত বাংলায় না আছে সড়ক যোগাযোগ, না আছে অর্থ, না আছে খনিজ সম্পদ, না আছে তৈল সম্পদ, এক কৃষি। কৃষি নির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলতেও কিছু সময়ের প্রয়োজন, সাত তাড়াতাড়ি বা রাতারাতি তো আর এসব হবে না। ধৈর্য, শ্রম, চেষ্টার মাধ্যমে আমরা সেই লক্ষ্যে পৌঁছাব। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপতো আর আমাদের হাতে নেই যে দাবী তুল্লেই তা' মেটানো যাবে তৎক্ষণাত। সুতরাং আগামী আসন্ন নির্বাচনে কোন দলকে আপনপরা নির্বাচিত করবেন, সেটা আপনারা ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখবেন। আমার শুধু বক্তব্য এই যে, যেদল আপনাদের সকল রকম দুঃখ কষ্টে আপনাদের পাশে থেকে, আপনাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, একমাত্র তারাই আগামী সুখী-সমৃদ্ধ, জঞ্জালমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম। অতএব, আপনারা কোন রকম বিভ্রান্তিকর শ্লোগানে মুগ্ধ না হ'য়ে, শানিত বিবেক নিয়ে, নির্মল বুদ্ধি নিয়ে এগিয়ে আসুন, এই আমাদের কাম্য; জয় বাংলা।

[হরমোনিয়ামের দোকানে কথা–]

সুরপতি ঃ বেহালা সাড়ানো ঠিক হয়েছে মাষ্টার মশায়?

মাষ্টার মশায় ঃ [একটু সংশয় মিশ্রিত কণ্ঠে] হয়েছে। তবে একটু চাঁপা আওয়াজ, খোলতাই ভাবটা নেই।

সুরপতি ঃ কিছুদিন বাজান, সুরটা খোলে নাকি! না হয় পরে আবার ঠিক করে দেয়া যাবে। [মাষ্টার মশায় বেহালা বাজাতেই থাকবেন–, মাইকে ঘোষনা হবে সভাপতির ভাষনের]

(ঘোষনা) এবারে আজকের সভার সভাপতি তার মূল্যবান ভাষন পেশ করছেন।

সভাপতি ঃ ভাই সব, সভা শেষ করার আগে সভাপতি হিসেবে দু' একটা কথা বলতেই হয়। আপনারা যারা এই সভার কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্যে এতক্ষণ ধৈর্য ধরে আছেন, তাদের আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং আমার পার্টির তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই সভার মূল বক্তব্য কি– সে সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তা বিভিন্ন দিক নিয়ে সুন্দর ভাবে মূল্যবান আলোচনা করেছেন, আমি তার আর পুনরুল্লেখ না করে, একটি কথা বলেই আজকের সভা শেষ করবো। সেটি হলো– আসন্ন নির্বাচনে, আপনারা কারো ভোলানো কথায় না ভুলে, মুখোরোচক শ্লোগানে বিভ্রান্ত না হয়ে, নিজস্ব চিন্তায় সঠিক

দলকে বেছে নেবেন, এই আরজ করবো। আমি আর এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বল্‌তে চাইনে, এখন রাত্রি হয়ে আসছে, আপনাদের ধৈর্যের ওপর আর হামলা করতে চাইনে, বলুন– জয় বাংলা। [এই ধ্বনির সাথে সাথেই সভা শেষ হবে। লোকজন চলে যাচ্ছে, দোকানে দোকানে আলো জ্বলছে, মাইক গোটানোর শব্দ, সেই সাথে কিছু কথা বার্তা ভেসে আসবে–]

সাধারণ কণ্ঠ (১ম) ঃ ওঃ, ওয়ান্ডারফুল, তোমার বক্তৃতা আজ চমৎকার হয়েছে, যে সব ভাষা ইউজ করেছ- বাব্বা–

অ আ ক খ জোয়ার্দ্দার ঃ তিন দিন ধরে ওটা মুখস্ত করতে হয়েছে, ওকি সহজে মুখস্ত হয়।

সাধারণ কণ্ঠ (২য়) ঃ তবে বলেছ ভাল, মুখস্তর মত মোটেই মনে হয়নি।

[এদিকে সেলুনে লেখকদা'র লেখা শেষ হয়েছে। মুখে সিগারেট। বন্ধুরা সব আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সুন্দর সেলুনের জিনিসপত্র ঠিকঠাক করছে]

ভাবুক ঃ [হাই তুলে আড়মোড়া ভেংগে] চলো আর বসে থেকে কি হবে?

লেখকদা ঃ যাই! অত ব্যস্ত হচ্ছো কেন? ভিড় কমুক একটু।

ভাবুক ঃ আচ্ছা লেখকদা, আমার কবিতাটা তোমার কাগজে ছাপিয়ে দাওনা ভাই।

লেখকদা ঃ [দীর্ঘশ্বাস ফেলে] আমার আর কাগজ হলো কইরে। ইচ্ছেত' ছিল একটা সাহিত্য পত্রিকা বের করবো, যে উপন্যাস্‌টা লিখেছি ওটা ওতে প্রথম ছাপাবো। তুই কবি হবি, রঙ্গপ্রিয় রসরচনা লিখবে, মাষ্টারকে ম্যানেজার বানাবো। আমি হব সম্পাদক। ছোট একটা প্রেস থাকবে, ইচ্ছেত' কতই ছিলরে– তা' মনেই রয়ে গেল, এখন পরের কাগজে খবর লিখে বেড়াচ্ছি।

ভাবুক ঃ [একটু উৎসাহিত হয়ে] কেন একটু চেষ্টা করনা। আমরাও করি, তুমিও কর।

রঙ্গপ্রিয় ঃ [নাটকীয় ভঙ্গীতে] 'কেননা তুমিও বোঝ, এত আয়োজন যখন ব্যর্থ হল, তখন রাজধানী রক্ষায় প্রয়াসও ব্যর্থ হবে'। কেননা এডভার্টাইজমেন্ট সে আর জোগাড় করা যাবে না, আর একটা পথ 'ব্লাক মেইলিং', তাও লেখকদা'র দ্বারা সম্ভব নয়। অতএব আকাশ কুসুম ডিম্ব প্রসব করবে নারে।

লেখকদা ঃ [ফাইলটা হাতে নিয়ে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে] তাই–ই বটে! চল্‌– যাবি নাকি তোরা? সুন্দর তোর হল–।

সুন্দর ঃ আর একটু বোসো, সাবান দিয়ে হাতটা ধুয়ে নিই। [এই কথাবার্তা চলাকালীন, হারমোনিয়ামের দোকানে মাষ্টার মশায় বেহালা রেখে দিয়ে চুপচাপ বসে আছেন, সুরপতি একটি হারমোনিয়াম টিউন করে যাচ্ছে। এমন সময় সুবেশা কিন্তু আলুলায়িত চুল তন্বী একটি মেয়ে উদ্ভ্রান্তের মত এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে- রাস্তা দিয়ে যেতে– সেলুনে ওদের দেখে থমকে দাঁড়াবে। দর্শকের দিকে ফিরে কিছুটা পাগলামী প্রকাশ করবে। তারপর সেলুনে ঢুকে লেখকদা'র হাতে ফাইল দেখে সরাসরি তার দিকে গিয়ে প্রশ্ন করবে–]

পাগলী ঃ কি? চিন্‌তে পারিস? [সেলুনের দল অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে] চিন্‌তে পারিছিস্‌ নে? হি– হি– [পাগলের হাসি] চিন্‌তে পারলিনে? তোদের রবীন্দ্রনাথ চিন্‌তো, নজরুল চিন্‌তো, জীবনানন্দ দাশ চিনেছে– আর তুই– তুই চিন্‌তে পারছিস্‌নে? হতভাগা কোথাকার। আজকালকার ছেলেরাওতো আমার নামে কি একটা যেন গান বেধেছে! [একটু চিন্তা করে] ও হ্যাঁ-হ্যাঁ– [সুর করে] বিশ্বকবির সোনার বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ, জীবনানন্দের রূপসী বাংলা– [থেমে যাবে] কি মনে পড়ছে? [পাগলরি কান্ড দেখে দোকানের সবাই, এক মাষ্টার মশায় ছাড়া, ভিড় জমাবে এবং পাগলী তখন গদ্‌ গদ্‌ কন্ঠে] কবিতা লিখিস বুঝি, হাতে ফাইল দেখছি! তুই কি রূপ দিলি? [চিৎকার করে] আমার কি রূপ দিলি? [ফাইল ধরে টানাটানি করবে]

সুন্দর ঃ [পরিস্থিতি সহজ করার জন্যে] আপনি এই খালি চেয়ারটায় বসুন, বসে বসে কথা বলুন।

পাগলী ঃ [ফাইল ছেড়ে দিয়ে রেগে গিয়ে] কী– আমি– বস্‌তে এসেছি? আমি এসেছি তোদের মৃত্যু সংবাদ নিয়ে। শুন্‌তে পাচ্ছিস? পাচ্ছিস নে– ঐ শোন, ঢং ঢং– ঢং ঢং ঢং ঢং, হি– হি– হি– হি–। ঐ দ্যাখ– [ধমকের স্বরে] ঐ দ্যাখ– রাস্তায় কি দেখছিস? ডাস্টবিনের ধারে ময়লা ছেঁড়া নেকড়া পরা, এঁটো কাঁটা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে– আর– আর ওর পাশে আঃ– একটা ছেলে ন্যাংটা নড়ে-চড়ে না, আকাশে অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে চোখ দুটো নিস্পলক হ'য়ে গেছে। [কান্নায় ভেঙ্গে পড়বে] আমি– আমি যে ওদের মা– দু'মুঠো অন্ন দিতে পারিনি, ছেলেটা দুধ না পেয়ে শুকিয়ে মরে গেলো! [হঠাৎ রেগে গিয়ে–] আর– তোরা? তোরা আমার ছেলে নয়? বাড়ী– গাড়ী– ব্যাংক ব্যালান্স, আর হোটেলের ভাল ভাল খাবার, চক্ষু লজ্জাও তোদের আজ নেই! পাষন্ড! কেবল কথার রঙীন ফানুস দিয়ে আমাকে ভুলিয়ে রাখতে চাও– না? [চীৎকার করে] কিন্তু এইবার! এই দ্যাখ্‌ [তলপেটটা দেখিয়ে বলবে] এখন ঘুমুচ্ছে। কত উঁচু হয়েছে দেখেছিস, সর্বহারাদের কষ্ট লাঘব করতে এসেছে। দুঃর্ভিক্ষে যার জন্ম– আগামী মহাঝড়ে, অশনি পাতে তার হবে প্রতিষ্ঠা, এই খবরটা তোদের দিতে এলাম বুঝলি? তখন তোদের কি অবস্থা জানিস? ছাড়বে না, কাউকে ছাড়বে না, জ্বালাবে, পোড়াবে, সব ধ্বংস করে তবে ছাড়বে। কর– গাড়ী কর–, বানা– বাড়ী বানা, চেকনাই জামা কাপড় পরে নে– সেজে গুজে একটু আমোদ প্রমোদ করে

নে– এলে আর সময় পাবিনে। – আঃ নড়িস্‌নে এখন [তলপেটে চাপড় দেবে] চুপ করে শুয়ে থাক, কি তেজী দেখেছিস্‌– এর জন্ম আর ঠেকানো যাবেনারে। তোদের ডাক্তাররাও গর্ভপাত আর ঘটাতে পারবে না। [লেখকদা'র ছেড়া পাঞ্জাবীটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে] ওঃ– হোঃ–। তবে তোরা নোস্‌। তোরাও কিছু করতে পারিসনি? এত সুযোগ সুবিধের একটাও হাতাতে পারলিনে। তবে তারা কোথায়? [প্রচন্ড চীৎকার করে] কোথায় তারা বলবিত'? তাদের মৃত্যুবীজ আমার গর্ভে, এখবরটা তাদের মুখের ওপর বলে আস্‌তে হবে যে।

[এমন সময় দু'জন লোক ব্যস্ত হয়ে কি যেন খুঁজতে খুঁজতে আসছিল, পাগলীর চীৎকার শুনে তারা সেলুনে প্রবেশ করবে এবং বলবে–]

প্রথম ব্যক্তি (পাগলীর স্বামী) ঃ আরে– তুমি এখানে? আমরা সাড়া রাস্তা খুঁজতে খুঁজতে হয়রান।

পাগলী ঃ কে–? ওঃ তোমরা, মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে আমাকে বন্দী করতে চাও?

পাগলীর স্বামী ঃ না– না– মিষ্টি কথায় ভোলাব কেন? তুমি যে কি খবর দেবে বলছিলে? সব তো বসে রয়েছে তোমার জন্যে।

পাগলী ঃ খবর আর চাঁপা দিতে পারছোনা, আসন্ন ঝড়ের সংবাদ এই মাত্র এদের শুনিয়ে দিলাম।

পাগলীর স্বামী ঃ [লেখকদা'র দিকে তাকিয়ে ইংগিতে নিজের মাথা দেখিয়ে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলবে–] মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। আমার স্ত্রী।

পাগলী ঃ [অনর্গল বলে যাবে] শুনতে পাচ্ছ? [একটু ব্যঙ্গ মিশিয়ে] পা– চ্ছো– না! কিন্তু আমি [দৃঢ় কণ্ঠস্বর] স্পষ্ট শুন্‌তে পাচ্ছি। ঐ যে মৃত্যু ঘন্টা বাজছে [বেশ টেনে টেনে] ঢং–– ঢং–– ঢং––। [পরে হঠাৎ অতি দ্রুততায়] ঢং ঢং ঢং ঢং..... [ক্রমশ উচ্চগ্রামে উঠিয়ে প্রমত্ত হি– হি– হাসি দিয়ে থামবে এবং হাসি থামার সংগে সংগে–]

পাগলীর স্বামী ঃ [দ্রুততার সংগে] বাঁধন! এই বাঁধন, কি দেখছো? দিদিকে ধরে ফেলো।

[বাঁধন তাড়াতাড়ি দিদির হাত ধরে ফেলবে। পাগলীর স্বামীও তাকে সাহায্য করবে এবং পাগলীকে ধরবে]

বাঁধন ঃ চলো দিদি, ওদিকে চলো। [হাতে মৃদু টান দিতে দিতে–] চলো চলো,– ওরা সব বসে রয়েছে। তোমার কথাত' ওদের শোনান হয়নি।

পাগলী ঃ [গম্ভীর ভাবে] চলো তবে, ওদেরও বলে আসি। [দু'জনে রাস্তায় নামবে এবং পাগলীর স্বামী একটু লজ্জিত ভাবে সেলুনের লোকজনদের বলবে–]

পাগলীর স্বামী ঃ দেখুন আপনারা কিছু মনে করবেন না। আমার স্ত্রী, এই স্বাধীনতার পর থেকেই মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে গেছে। আগে রাজনৈতিক কর্মী ছিলতো। রাত-দিন ঐ রাজনীতির কথা ছাড়া মুখে আর কিছু নেই। আচ্ছা চলি, কেমন! কিছু মনে করবেন না। [প্রস্থান]

[কিছুক্ষন থমথমে ভাব]

[অতঃপর সেলুনের কথা–]

রঙ্গপ্রিয় ঃ বাব্বাঃ– একটা নাটক হয়ে গেল–।

লেখকদা ঃ [চেয়াটায় বসে পড়ে–] সুন্দর একগ্লাস জল দিতে পারিস্‌, ঠান্ডা জল।

মাষ্টার ঃ মাথাটা বোধ হয় একদম খারাপ হয়ে গেছে। মেন্টাল শক্‌ মনে হয়।

সুন্দর ঃ [গ্লাসে করে জল দিতে দিতে–] বস্‌তেই চাইল না।

ভাবুক ঃ পাগল চেনা দায়রে দাদা, পাগল চেনা দায়। কথাগুলো যা বললো শুনেছিস?

সুরপতি ঃ পথে ঘাটে ওরকম কত আছে। ভদ্দর বলেই চোখে লাগছে। [বলে নিজের দোকানে চলে আসবে]

মাষ্টার মশায় ঃ বাহন, ও বাহন, ওখানে কিসের গোলমাল শুনছি! [ডাক শুনে বাহনও হারমোনিয়ামের দোকানে আসবে]

রসরাজ ঃ কি, আর পান-সিগারেট লাগবে নাকি? যে গ্যাড়াকলে পড়েছিলে লেখকদা! [বলে নিজের দোকানে এসে বসবে]

[ঘোষকের প্রবেশ। ঘোষক একটু সামনের দিকে এগিয়ে আসবে এবং তার পেছনে, দৃশ্যের আড্ডার দল যে যার পথে চলে যাচ্ছে। সুন্দর দোকানের ঝাঁপ ফেলে তালা লাগিয়ে দেখছে টেনে টেনে– লেগেছে কিনা? লেখকদা সুন্দরের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। হারমোনিয়ামের দোকানে খদ্দের এসেছে। হারমোনিয়াম নিয়ে যাওয়ার কিছু কথাবার্তা হচ্ছে। পানের দোকানে লোক পান কিনছে, সিগারেট ধরাচ্ছে ইত্যাদি]

ঘোষক ঃ [দর্শকদের প্রতি সবিনয়ে–] দেখুন আপনারা কিছু মনে করবেন না, এই পরিস্থিতির জন্যে আমরা ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না। আসল নাটকীয় সংঘাত এখান থেকে শুরু হবার কথা ছিল। এবার দৃশ্যে আপনারা দেখতে পেতেন, মোটর এ্যাক্‌সিডেন্ট, পরে হাসপাতালের দৃশ্য, কিছু সাস্‌পেন্স, একটু আদি রসাত্মক রোমান্স, নায়িকার উদ্বেগাকুল সৌন্দর্য ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু ঐ পাগলী সব ভন্ডুল করে দিয়ে গেল। উট্‌কো কোত্থেকে যে এসেছে। আমার মনে হয় নাটক এখানেই শেষ করে দিই– কি বলুন?

[দর্শকদের মধ্যে সামান্য গুঞ্জন]

দর্শক (১ম) ঃ [বসে বসে] তার মানে? ফাঁকি দিতে চান? ও সব চলবে না। শেষ দেখে তবে যাব।

ঘোষক ঃ শেষ আর দেখাচ্ছি কি করে বলুন? আরো একটা অসুবিধায় পড়েছি যে।

দর্শক (১ম) ঃ [বসে বসে] আবার কি অসুবিধা হলো?

ঘোষক ঃ অসুবিধাটা হল, নাট্যকার আর নাটকের শেষ দৃশ্য লিখতে পারছেন না।

দর্শক (২য়) ঃ [দাঁড়িয়ে] আপনারা নাটক শেষ না করেই স্টেজ করেছেন, এটা কি ইয়ারকির জায়গা পেয়েছেন?

ঘোষক ঃ [দ্বিতীয় দর্শকের দিকে মুখটা ঘুরিয়ে বিনীতভাবে] দেখুন, এটা রাগ হওয়ারই কথা। কিন্তু কি করি? নির্দিষ্ট দিন ধার্য হয়ে গেছে, টিকিট কেটে এসেছেন, ঠিক সময়ে আরম্ভ করতে না পারলে ঘাড়ে কি আর মাথা রাখতেন আপনারা। অবশ্য নাট্যকার আশ্বাস দিয়েছিলেন, নাটক শুরু হবার সংগে সংগেই শেষ দৃশ্য তাঁর লেখা হয়ে যাবে, কোন অসুবিধা হবে না। মুখস্থ গদ্‌তো? কিন্তু অসুবিধা হয়েছি কি জানেন? তার চশমার একটা কাঁচ ভেঙ্গে গেছে। সেই কাঁচটা দিয়েই তিনি কল্পনার দৃশ্য দেখতে পেতেন। এখন আর দেখতে পাচ্ছেন না। আপনারা বরঞ্চ নাট্যকারের সাথেই কথা বলে দেখুন, আমার কথা সত্যি কি না?

দর্শক (২য়) ঃ [দাঁড়িয়ে] ভালো কারবার ফেঁদেছেন– দাদা। ডাকুন দেখি আপনাদের নাট্যকারকে– এর একটা হেস্তনেস্ত করেই যাই– যত্তসব– [বসে পড়বে]

[ষ্ট্রেচারে শোয়া অবস্থায় বিরাট এক চশমার আড়ালে ঢাকা নাট্যকারকে কয়েকজন বহন করে ষ্টেজে নিয়ে আসবে। তাঁর মাথাটা কেবল কাঁচ বিহীন চশমার ফ্রেমের ফাঁক দিয়ে দেখা যাবে]

ঘোষক ঃ এই যে উনি এসে গেছেন। খুব অসুস্থ। আপনারা কি জিজ্ঞেস করবেন করুন?

দর্শক (২য়) ঃ [বসে বসে] জিজ্ঞেস আর কি করবো। ভাল কিছু থাকলে' বসি, না হয় বাড়ী যাই, খাম্‌কা বাজে জিনিস দেখে সময় নষ্ট করে আর কি হবে। [পাশের ভদ্রলোককে–] এই জন্যে নামী নাট্যকারের নাটক না হলে আসতে নেই।

ঘোষক ঃ ঠিক বলেছেন, অযথা আপনাদের অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেল। [তারপর নাট্যকারের দিকে ফিরে কিছু যেন বলছে এরূপ অভিনয় করে দর্শকদের দিকে ফিরে আবার বলবে–] উনি বলছেন দর্শকরা যেন তাঁকে ক্ষমা করেন, কেননা চশমার বর্তমান দেখার যে কাঁচটা আছে, তাতে সেই আগের মতই অতি সাধারণ তুচ্ছ চিত্র, অতি সাধারণ কথা, অতি সাধারণ আটপৌরে ঘটনা ছাড়া তিনি আর বিশেষ কিছু নতুন দেখছেন না, নতুন কিছু বলারও তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। সেই ইংরেজ আমল থেকে যেমন হতাশা, দুর্ভিক্ষ, স্বজনপ্রীতি, মুনাফাখোর, বড়লোকের দল, দরিদ্র, শোষক, শোষিত না না রকম সমস্যা জর্জরিত ছিল মানুষ, এখনও অবিকল ঐসব ক্ষতগুলি সমাজ দেহে আগের মতই আছে। তার সামান্যও পরিবর্তন আসেনি। শুধু একটু পরিবর্তন যা' তিনি দেখছেন, তা' হলো মানচিত্রের রং-এর। কল্পনার কাঁচটাও যদি থাকতো তাহলে না হয় আগামী আশ্বাসে ভরা দিনের কিছু রঙ্গীন স্বপ্নের ছবি দিয়ে নাটক শেষ করা যেত। তাও তো ভেঙ্গে গেছে। সুতরাং বিদেশ থেকে কাঁচটা না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় নেই। সুতরাং মাফ করবেন। [মাফ চাওয়ার ভঙ্গিতে দাঁড়াবে, পরে ব্যস্ত হয়ে নাট্যকারকে বলবে–] আরে চলুন চলুন, আপনিও অসুস্থ– আপনাকে শুইয়ে দিয়ে আসি। [বাহকদের প্রতি] এই আস্তে আস্তে তুলে নিয়ে চলো। [বাহকসহ ঘোষকের প্রস্থান। ও দিকে হারমোনিয়ামের দোকানে খদ্দের বসে আছে। এতক্ষণ সুরপতি টিউনিং-এ ব্যস্ত ছিল, হারমোনিয়ামটা মাষ্টার মশায়ের দিকে দিয়ে সুরপতি বলবে–]

সুরপতি ঃ দেখুনত' টিউন ঠিক হলো কিনা?

মাষ্টার মশায় ঃ [হারমোনিয়ামটা নিয়ে বাজিয়ে বাজিয়ে পরীক্ষা করে–] উদারা-সপ্তক আর তার-সপ্তক ঠিক হয়নি এখনও।

সুরপতি ঃ [খদ্দেরের দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে–] তা'হলে আপনারা কাল আসুন। ওটা আরো একটু দেখে দিতে হবে। এখন ঠিক হয়ে উঠবে না।

খদ্দের (২য়) ঃ কাল কিন্তু আর ফেরাবেন না। পরশু যাত্রার রিহার্সেল শুরু, না পারেন তো বলুন।

সুরপতি ঃ অরে না– কাল ঠিকই পাবেন।

[খদ্দের যেতে যেতে রসরাজের দোকানে একটু থামবে। পান খাবে চলে যাবে]

মাষ্টার মশায় ঃ সুরপতি বেহালাটা তুমিই রেখে দাও।

সুরপতি ঃ সে কি? আপনি বেহালাটা বেঁচে দেবেন? এ বেহালাটা আপনার কত প্রিয়।

মাষ্টার মশায় ঃ [দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে–] প্রিয় হলেই কি ধরে রাখা যায়? এ আজকাল আর কেউ শিখতে চায় না, ধৈর্য, নিষ্ঠা, ভক্তি সব উঠে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। আমরা পুরোনো হয়ে গেছি, নতুনের আসরে আর আমাদের ঠাঁই নেই।

সুরপতি ঃ কত দেবো?

মাষ্টার মশায় ঃ যা হয় দাও।

সুরপতি ঃ কত'য় বেঁচবেন?

মাষ্টার মশায় ঃ সে তুমি বুঝো।

সুরপতি ঃ ঠিক আছে। এখন কিছু দিয়ে দিচ্ছি, পরে পুরো দাম দিয়ে দেবো। [টাকা প্রদান]

মাষ্টার মশায় ঃ বেশ [টাকা গ্রহণ]। বাহন, ও বাহন– কোথায় গেলি বাবা, আয় বাজারটাতো আবার ঘুরে যেতে হবে।

[বাহন পাশেই বসা ছিল। উঠে মাষ্টার মশায়ের হাত ধরে ধীরে ধীরে একটু আড়াআড়ি ভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে। সুরপতি হারমোনিয়ামটা নিয়ে আবার টিউন করতে বসে যাবে। ওদিকে ভজরাম সুরপতিকে একটু আড়াল করে দ্রুত বিড়ি ফুক্‌তে থাকবে। পর্দ্দা নেমে আসবে]

---সমাপ্ত---